

চোখের ইশারা, তারপর ওয়াকআউট! সুইজারল্যান্ডে কূটনৈতিক নাটকে সরগরম বিশ্বরাজনীতির ময়দান

বুর্গেনস্টক (সুইজারল্যান্ড),২৩ জুন : পশ্চিম এশিয়ায় দীর্ঘদিনের সংঘাত ও সাম্প্রতিক সামরিক উত্তেজনার অবসান ঘটাতে আয়োজিত বহুল প্রতীক্ষিত আমেরিকা-ইরান শান্তি বৈঠক শুরু হতেই তৈরি হলো নজিরবিহীন কূটনৈতিক অচলাবস্থা।

সুইজারল্যান্ডের বুর্গেনস্টক রিসর্টে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্ষায়ের আলোচনায় মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে যৌথ ফটো সেশন এািয়ে যায় ইরানের প্রতিনিধিদল। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া ইশিয়ারির জেরে বৈঠকের প্রথম পর্ব শেষ হওয়ার আগেই ক্ষুব্ধ ইরানি প্রতিনিধিরা আলোচনাস্থল ত্যাগ করেন। যদিও ঘটনাটি আন্তর্জাতিক মহলে একটি আলোান সৃষ্টি করেছে, তবু কূটনৈতিক সূত্রের দাবি- আলোচনা সম্পূর্ণ ভেঙে যায়নি। কাতার ও পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় এখনও দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে এবং নতুন করে আলোচনার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। রবিবার সুইজারল্যান্ডের বিলাসবহুল বুর্গেনস্টক রিসর্টে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আমেরিকার প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব ছিলেন ভাইস প্রেসিডেণ্ট জেডি ভান্স। অন্যদিকে, ইরানের প্রতিনিধিদলে ইরান বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘিচি, শীর্ষ আলোচক মহম্মদ বাঘের ঘালিবক এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কূটনীতিকরা। বৈঠকের শুরুতেই কূটনৈতিক প্রথা অনুযায়ী যৌথভাবে ছবি তোলার আয়োজন করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে একই ফ্রেমে দাঁড়াতে অনীহা প্রকাশ করে ইরানি প্রতিনিধিদল। শেষ পর্যন্ত তারা নির্ধারিত ফটো সেশনে অংশ না নিয়ে সরাসরি বৈঠক কক্ষে প্রবেশ করে। এই ঘটনাকেই অনেক বিশ্লেষক পরবর্তী উত্তেজনার প্রথম ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন। তবে পরিস্থিতি

দ্রুত আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন বৈঠক চলাকালীন ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ্যে ইরানকে নতুন করে সামরিক পদক্ষেপের ইশিয়ারি দেন। ট্রাম্পীকি কেণ্ড্র করে আগের অবস্থানে ফিরে যায় অথবা সাম্প্রতিক সমঝোতার শর্ত ভঙ্গ



করে, তাহলে ওয়াশিংটন কঠোর ব্যবস্থা নিতে পিছপা হবে না।

ট্রাম্পের এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই বৈঠকের পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, প্রথম দফার আলোচনা প্রায় ৮০ মিনিট চলার পর ইরানি প্রতিনিধিরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বৈঠক কক্ষে ছেড়ে বেরিয়ে যান। ইরানের অবস্থানে সংস্থা তাসনিম জানিয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেণ্টের মন্তব্যকে ‘ চাপ সৃষ্টি’ হিসেবে দেখেই ইরান সিদ্ধান্ত নেয় তেহরান। ইরানের মতে, শান্তি আলোচনার টেবিলে বসে একই সঙ্গে সামরিক হামলার হুমকি দেওয়া কূটনৈতিক শিষ্টাচারের পরিপন্থী। বিশেষভাবে আলোচনায় এসেছে একটি ভিডিও ফুটেজ, যেখানে দেখা যায় ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘিচি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের দিকে

তাকিয়ে চোখের ইশারায় কিছু বলেন। এরপর আচমকাই তিনি ঘালিবক-সহ অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে বৈঠক কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান। ঘটনাটি এত দ্রুত ঘটে যে উপস্থিত প্রতিনিধিদের অনেকেই বিস্মিত হয়ে পড়েন। ফুটেজে আরও দেখা যায়, আরাঘিচির আচমকা



প্রস্থান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকেও কিছুটা অপ্রস্তুত করে দেয়। তিনি পরে পাকিস্তান সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। একই সময়ে কয়েক ফুট দূরে দাঁিয়ে থাকা মার্কিন ভাইস প্রেসিডেণ্ট জেডি ভান্স গোটা ঘটনাই লক্ষ্য করেন। পর্যবেক্ষকদের মতে, তাঁর মুখেও অসন্তোষের ছাপ স্পষ্ট ছিল। এই বৈঠকের পটভূমি আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ মাত্র কয়েকদিন আগেই দুই দেশের মধ্যে ভার্য়াল মাধ্যমে একটি প্রাথমিক সমঝোতা স্মারক (ধ্বংস) স্বাক্ষরিত হয়েছিল। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইরানের প্রেসিডেণ্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান সেই সমঝোতায় সম্মতি জানান। এই চুক্তির আওতায় ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতি, কিছু অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা এবং আঞ্চলিক উত্তেজনা কমানোর একটি

রূপরেখা তৈরি হয়েছিল। সুইজারল্যান্ডের বৈঠকে মূলত সেই ১৪ দফা সমঝোতা বাস্তবায়নের পথনকশা নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৈঠকের শুরুতেই তৈরি হওয়া উত্তেজনা শান্তি প্রক্রিয়াকে নতুন অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এদিকে ট্রাম্প আরও একধাপ এগিয়ে লেবানন প্রসঙ্গও টেনে আনেন। টুথ শোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেন, লেবাননে অস্থিরতা সৃষ্টিকারী প্রস্ন্নি গোষ্ঠীগুলিকে সমর্থন দেওয়া বন্ধ করতে হবে ইরানকে। তা না হলে গত সপ্তাহের চেয়েও কঠোর জবাব দেওয়া হবে। এই মন্তব্যই শেষ পর্যন্ত ইরানের ক্ষোভকে আরও বাড়িয়ে দেয় বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা।

বর্তমানে আলোচনার কেণ্ড্রবিঃদূতে রয়েছে হরমুজ প্রণালী। বিশ্বের মেট জ্বালানি পরিবহণের একটি বড় অংশ এই জলপথের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ইরান ইতিমধ্যেই সেখানে নিয়ন্ত্রণমূলক অবস্থান নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক তেল ও গ্যাস বাজারে উদ্বেগ বাড়ছে। তবে সমস্ত উত্তেজনার মাঝেও কূটনৈতিক মহল এখনও আশাবাদী। কারণ, ইরানি প্রতিনিধিদল বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে গেলেও যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়নি। কাতার ও পাকিস্তানের মধ্যস্থতাকারীরা দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। সূত্রের খবর, সোমবার ফের নতুন দফার আলোচনা হতে পারে। সেই বৈঠকে দুই দেশ যদি আবার আলোচনার টেবিলে ফিরে আসে, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান সংকট নিরসনের পথে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। অন্যথায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠবে এবং সেটা অঞ্চলের নিরাপত্তা ও জ্বালানি বাজারের স্থিতিশীলতার উপর তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে পারে।

কাতারের হাবে মহাবিস্ফোরণ! ৭০ কিমি দূরে দোহা পর্যন্ত কৈঁপে উঠল, মৃত অন্তত ১৬ হতাহতদের মধ্যে ভারতীয়রাও

দোহা, ২৩ জুন : কাতারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন কেন্দ্র ‘ লাফান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি’-তে ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৬৬ জন। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, হতাহতদের মধ্যে ভারতীয় ও পাকিস্তানি নাগরিকও রয়েছেন। রবিবার গভীর রাতে ঘটে যাওয়া এই বিস্ফোরণের অভিঘাত এতটাই প্রবল ছিল যে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে রাজধানী দোহাতেও কম্পন অনুভূত হয়। অনেকে বহু বাসিঙা ঘর থেকে রাস্তায় নাকো আসেন।সোমবার কাতারের সরকারি জ্বালানি সংস্থা ‘ আনুষ্ঠানিকভাবে মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিস্ফোরণের কারণ খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই উচ্চপর্ষায়ের তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে এই দুর্ঘটনার ফলে দেশের গ্যাস উপাদান

বা আন্তর্জাতিক রপ্তানি ব্যবস্থায় আপাতত কোনও প্রভাব পড়েনি বলেও দাবি করা হয়েছে।স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ও আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলির সূত্রে জানা গিয়েছে, বিস্ফোরণের পর মুহূর্তের মধ্যে গোটা শিল্পাঞ্চল ঘন খোয়ায় ঢেকে যায়। দূর থেকে আগুনের বিশাল শিখা দেখা যায়। জরুরি পরিষেবা ও দমকল বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। আহতদের নিকটবর্তী বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বেশ কয়েকজনের অস্থায়ী আশ্রয়জনক বলে জানা গেছে।রাফা স লাকান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি বিশ্বের অন্যতম বৃহ গগ্নজ উপাদন ও রপ্তানি কেন্দ্র। কাতারের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে পরিচিত এই শিল্পাঞ্চল কয়েক বিঘ্নের বিভিন্ন দেশে বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি করা হয়। ফলে এই বিস্ফোরণ শুধু কাতার নয়, আন্তর্জাতিক জ্বালানি

বাজারেও উল্লেরের সৃষ্টি করেছে।এদিকে, কাতারে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস ঘনানার পর একটি বিবৃতি জারি করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। দূতাবাস জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতির উপর নিবিা নজর রাখছে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রেখেছে। এখনও পর্যন্ত কোনও ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যুর খবর আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। তবে আহত ও নিখোঁজদের মধ্যে ভারতীয় নাগরিক থাকার সম্ভাবনার কথা উািয়ে দেওয়া হয়নি।বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, রাস লাকান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটিতে ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। প্রয়োজনে ভারতীয় নাগরিকদের সহায়তার জন্য দূতাবাস বিশেষ হেল্পলাইনও চালু

রাখতে পারে বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।কাতারএনার্জির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিেক্স) এবং কাতারের জ্বালানি মন্ত্রী সাদ আল-কাবি জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। প্রযুক্তিগত ক্রটি, গ্যাস লিকেজ বা অন্য কোনও শিল্প দুর্ঘটনা এর পিছনে রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও সম্ভাবনাকেই উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না।বিবেশেষজ্ঞদের মতে, বিস্ফের বৃহত্তম গগ্নজ উপাদক দেশগুলির মধ্যে অন্যতম কাতারে এমন ঘটনা অত্যন্ত বিরল। কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য পরিচিত এই শিল্পাঞ্চলে এত বড় বিস্ফোরণ বহু প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। শিল্প নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং জরুরি প্রতিক্রোথ কাঠামো নিয়েও নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।ঘটনাটি এমন এক সময়ে ঘটল, যখন মধ্যপ্রাচ্য জুে ভূ-

শওকতের ছেলের ‘বেআইনি’ ক্যাফে

১- পাতার পর -প্রশাসন। এদিন স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই ওই ক্যাফের সামনে জড়ো হন। তাদের কেউ বলেন, প্রকৃতিকে যেভাবে ধ্বংস করেছে তৃণমূল, সেটা মানা যায় না। এটা প্রশাসনের সঠিক সিদ্ধান্ত। আবার কেউ বলেন, এই ক্যাফের নাম অরণের কুলে না হয়ে অরণ্য ধ্বংস ক্যাফে হওয়া উচিত ছিল। ক্যাফে ভেঙে ফেলার নির্দেশ নিয়ে শওকত কিংবা তাঁর ছেলের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এদিকে, শুধু শওকতের ছেলের ক্যাফে নয়। মাতলা নদীর চরে গজিয়ে ওঠা একাধিক বেআইনি নির্মাণ নিয়েও বক্রি হয়েছে প্রশাসন। যারা দখলকৃত পট্টা দেখিয়েছেন, তাঁদের বাদ দিয়ে বাকি সকলকে দোকান-বাড়ি ভেঙে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেশরাম দাসের মায়ের নামের বিধানশ্রম, যেটি সরকারি অনুদানে চলে, সেটি বাদ দিয়ে বাকি অর্শটটা সরকার অধিগ্রহণ করে বলে সূত্রের খবর।

‘শ্যামাপ্রসাদকে অকালে সরিয়ে দেওয়া

১- পাতার পর -বন্ধীয় আইনসভায় ৫৮-২১ ভোট পশ্চিমবঙ্গের ভারত-ভুক্তির প্রসঙ্গও তোলেন শুভেন্দু। শুভেন্দু বলেন, ‘‘তারকেশ্বরে হিন্দু মহা সম্মেলনে রেজোলিউশন পাশ করিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। আপনারা বিশ্বাস রাখুন, এই সরকার তাঁর আদেশ চলায়।’’ হুগলির বলাগড়ের জিরাটে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটেতে ১২৫ ফুট উঁচু নতুন মূর্তি নির্মাণের ঘোষণা করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পুরোনো বাড়ির আমূল সংস্কার ও আশপাশের এলাকার সৌন্দর্যায়নের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বাজেটে। আগামী ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিনে তার কাজ শুরু হবে বলে ঘোষণা করলেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, ‘‘তাঁর আবির্ভাব দিবসেই ভূমি পুজোর কাজ শুরু হবে।’’ এর পরেই নাম না করে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘‘ভবানীপুরে আমার কাছে দু’বার হেরেছেন। তিনি শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতে দেননি।’’ যুব মোর্চা অনেক কষ্টে ভবানীপুরে শ্যামাপ্রসাদের বাড়ির সামনে বলিদান দিবস পালন করতেন বলেও জানান তিনি।

মমতার ভবানীপুর-মামলায় বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

১- পাতার পর -দেওয়ার আবেদন করেন। সিঙ্গিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ এবং ইতিমধ্যে সন্মক্ষণের আর্জিও জানান। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারপতিকে বলেন, মানুষের ধারণা বদলে দিন। অনেকেই মনে করেন এই ধরনের মামলার নিষ্পত্তি হয় না। সেই ধারণা বদলে দিন। দ্রুত নির্দেশ দিন। ভবানীপুর নির্বাচনে গণনা কেন্দ্রের যাবতীয় সিঙ্গিটিভি ফুটেজের সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের নির্দেশ হাড়া মুছে ফেলা যাবে না ওই ফুটেজ। সব ইতিমধ্যে ও ডিভিপিএ (ভবানীপুরের) সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। ২ মাস পর ফের এই মামলার শুনানি হবে।

‘আর ফিরতে পারবেন না’

১- পাতার পর -এরপর তিনি বলেন, ‘‘আমি ২০১১ সালে আপনাদের আনতে রাস্তায় ছিলাম।

আর ২০২৬ সালে আপনাদের সরাতেও রাস্তায় ছিলাম।’’ শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, ‘‘যারা কমিউনিস্টদের সরিয়ে লড়াই করছিল, তারা চলে গেলে। দল কাদের হাতে গেল? লাল চুল, কানে দুল, তারাই হল যুব তৃণমূল।’’ বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিজের রাজনৈতিক জীবনে একাধিক মামলার প্রসঙ্গও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী

গতিসূত্র, সব ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। পৃথিবী গোল বলছিলিলাম। মানুষ এদের শিক্ষা দিয়ে দিয়েছে।’’ এছাড়াও তিনি বলেন, ‘‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ হবে। সবকা হিসাব হবে।’’ শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, ‘‘৩২৪ কোটি টাকা ফিল্ডকে দেওয়া হয়েছে। আপনার মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন।’’ বক্তব্যের শেষে তিনি বলেন, ‘‘সহযোগিতা করুন, কাজ করতে দিন। আমরা এই রাজ্যকে দাঁড় করাতে চাই।’’

NAME CHANGE
I, ANIRUDDHA HORE MY NAME HASBEEN RECORDED AS ANIRUDDHA HORE IN MY ALL OFFICIAL RECORDS AFFI DAVIT BY LCT A.C.J.M.2 I ST CLASS COURT KALYANI ON 14-6-26 ANIRUDDHA HORE AND ANIRUDDHA ROY BOTH NAME IS SAME AND IDENTICAL PER SON R/O WARD NO 5- JASHRA BAKULTA PO + P.S - CHAK- DAHA DIST NADIA.

NAME CHANGE
I HASIME RAFSAN ZONY MY FATHER NAME HAS BEEN RECORDED IS HIS AADHAR CARD AS ANSAR ALI SEKH AFFI- DAVIT BY EXECUTIVE MAGIS- TRATE KRISHNAGAR COURT ON 8/6/26 MY FATHER ANSAR ALI SHAIKH , ANSER ALI SHAIKH AND ANSAR ALI SHAIKH ALL ARE SAME PERSON R/O VILL + PO AKANDA BERIA P.S KALIGANJ NADIA.

আমরা পরাজিত হওয়ার জন্য জন্মাইনি’- আওয়ামি লিগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আগে হাসিনার বার্তা

ঢাকা, ২৩ জুন : বাংলাদেশ আওয়ামি লিগের ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীকে সামনে রেখে দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশে আবেগঘন বার্তা দিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামি লিগ কোনও রাজনৈতিক সুবিধা বা ক্ষমতার আধারীদে গা বে ওঠা দল নয় বরং বাঙালি জাতির অধিকার, স্বাভ্রপরিচয় ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটি রাজনৈতিক শক্তি।২৩ জুন উপলক্ষে দেওয়া দীর্ঘ বার্তায় শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৪৯ সালের এই দিনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আওয়ামি লিগ দীর্ঘ ৭৭ বছরের পথচলায় কখনও জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীন বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে দলটির অবদান রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।তিনি বলেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ- প্রতিটি ইতিহাসিক মুহূর্তে আওয়ামি লিগ নেতৃত্ব দিয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই বাঙালি জাতি অসম্মত হয়েছিল বলেও দাবি করেন তিনি।তারা যুদ্ধবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গও তুলে দেন শেখ হাসিনা। তাঁর বক্তব্য, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শুধু একটি পরিবারের ওপর হামলা হয়নি, আঘাত করা হয়েছিল

বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনা, গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধের ওপর।এরপর দীর্ঘ সময় ধরে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দাবি, নানা বাধা, দমন-পীান, কারাবরণ, রাষ্ট্রনৈতিক ষাঘন্ত্র এবং সহিসতার মুখেও আওয়ামি লিগ কখনও জনগণের অধিকার



রক্ষার সংগ্রাম থেকে সরে আসেনি। বরং প্রতিটি প্রতিকূলতার মধ্যেও দলটি ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং দেশের উন্নয়নে নেতৃত্ব দিয়েছে।নিজের বক্তব্যে শেখ হাসিনা আওয়ামি লিগ সরকারের আমলে বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কথাও উল্লেখ করেন। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, কর্ণফুলী টানেল, ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি, কমিউনিটি ক্লিনিক, আশ্রম প্রকল্প এবং নারীর ক্ষমতায়নের মতো উদ্যোগগুলিকে বাংলাদেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে তুলে ধরেন তিনি। তাঁর দাবি, আওয়ামি লিগের নেতৃত্বেই বাঙালি জাতি সুযোগ, অবকাঠামো উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাস এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মর্যাদা অর্জনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছিল। বাঙালি জাতি সুযোগ ও সঠিক নেতৃত্ব পেলে নিজের শক্তিতেই উন্নতির শিখরে পৌঁছে পারে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

লেবার পার্টিতে বিদ্রোহের আগুন! শতাধিক সাংসদের ক্ষোভে চাপে স্টারমার

লন্ডন, ২৩ জুনঃ ব্রিটেনের রাজনীতিতে নতুন করে জোর জন্মানা শুরু হয়েছে প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারকে ঘিরে। দলের অভ্যন্তরে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ, জনপ্রিয়তার পতন এবং নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়ে তিনি মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই পদত্যাগ করতে পারেন বলে দাবি করছে একাধিক ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম। যদিও সরকারি সূত্র এই খবরকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে, তবুও লেবার পার্টির অন্দরে যে অস্থিতি ক্রমশ বাড়ছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।প্রতিবেদন অনুযায়ী, লেবার পার্টির শতাধিক সাংসদ প্রকাশ্যে বা ঘনিষ্ঠ মহলে স্টারমারের নেতৃত্ব নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, ক্ষমতায় আসার আগে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার অনেকটাই বাস্তবায়িত হয়নি। অর্থনীতি, জীবনযাত্রার ব্যয়, জনকল্যাণমূলক নীতি এবং প্রশাসনিক সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে প্রচাশিত সাফল্য না আসায় সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তার উপর।দলের একাংশের মতে, ২০২৪ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনী জয়ের পর জনগণের প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি। দীর্ঘদিন

পর কনজারভেটিভদের পরাজিত করে ক্ষমতায় এসেছিল লেবার পার্টি। সেই জয়ের নেপথ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুখ ছিলেন কিয়ের স্টারমার। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর রাজনৈতিক বাস্তবতা অনেক কটিন হয়ে ওঠে। একাধিক নীতিগত সিদ্ধান্ত, কিছু বিতর্কিত অবস্থান এবং বিতর্কিত ইস্যুতে বারবার অবস্থান পরিবর্তনের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে উঠতে শুরু করে। ৭ জ িন তি ক পর্যবেক্ষকদের মতে, সরকারের নীতিগত ধারাবাহিকতা নিয়ে প্রশ্ন এবং জসমর্মণদের ক্রমহ্রাসমান প্রবণতাই বর্তমান সংকটের মূল কারণ। সাম্প্রতিক কয়েকটি জনমত সমীক্ষাতেও স্টারমারের উ জ ন ি প ড় য় ত া

উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে বলে দাবি করা হয়েছে। এর ফলে আগামী সাধারণ নির্বাচনে দলের সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন অনেক সাংসদ। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে সাম্প্রতিক একটি উপনির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর। সেখানে স্টারমারের অন্যতম



করতে শুরু করেছে বলে খবর। একই সঙ্গে লেবার পার্টির প্রভাবশালী নেতা এবং প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ওয়েস স্ট্রিংটিও স্টারমারের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বলে রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা চলছে। তবে এই চাপের মুখেও স্টারমার প্রকাশ্যে আত্মসমর্মণের কোনও ইঙ্গিত দেননি।

সংখ্যালঘু দফতরের আদৌ প্রয়োজন আছে?

১- পাতার পর - হাসপাতাল থেকে রাস্তা, কোথাও কোনও উন্নয়ন হয়নি বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। সজল ঘোষ বলেন, ‘‘সুপার স্পেশালিটি হলেও সাগর দত্তে অর্ধেক বিভাগ নেই।’’ রাস্তার অব্যবস্থা নিয়ে নগরায়নমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। এতদিন আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছু ছিল না বলে দাবি করেন তিনি। সরকারি স্কুলের হাল ফেরানোর কথাও বলেন।

আগামী ১৫ দিন! রাজ্যের সব স্কুলে গেল সরকারের তরফ থেকে বড় নির্দেশ

১- পাতার পর -মানুষ যাতে শ্যামাপ্রসাদ নিয়ে চর্চা করেন, তাতে সচেষ্ট সরকার। একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে সোমবার রাজ্য বাজেটে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মশতবার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখতে ৬ জুলাই সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। হুগলির জিরাটে অবস্থিত তাঁর পৈতৃক ভিটেটি রাজ্য সরকার ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেখানে তাঁর রাষ্ট্রীয় স্মারক, সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হবে এবং বং মূল বাড়িটি সংস্কার করে পুরনো মহিমায় ফিরিয়ে আনা হবে। পাশাপাশি, জিরাটে তাঁর একটি ১২৫ ফুট উঁচু বিশাল মূর্তি স্থাপন করা হবে। পাশাপাশি, শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে রাজাজুড়ে পার্ক, গ্রন্থাগার ও স্মারক নির্মাণের জন্য বাজেটে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

NAME CHANGE
I, Deloyara Mandal alias Deluara Mondal (Old Name) W/O- Rulamin Mondal resident of Vill-Bikrampur, P.O-Panchberia, P.S.-Gopalinagar, Dist-North 24 Parganas, Pin-743710 do hereby declared that I have changed my name from Deloyara Mandal alias Deluara Mondal to Deloyara Mondal and henceforth I shall be known as Deloyara Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bon-gangur, North 24 Parganas dated on 04/05/2026. My name Deloyara Mandal, Deluara Mondal and Deloyara Mondal all are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Tokbir Shaikh (old name) S/O- Dharma Sekh residing at Jagan-nathpur, Kasiadanga, Nakashipara, Dist-Nadia, Pin-741162 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from TOKBIR SHAIHKH to TAKBIR SEKH and henceforth I shall be known as TAKBIR SEKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn be- fore the Notary public at Murshid- abad dated 23/06/2026. TOKBIR SHAIHKH (old name) and TAKBIR SEKH (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Akbar SK (old name) S/O- Habil SK residing at Jamma, Mahalandi, Kandi, Dist-Murshidabad, Pin-742136 West Bengal, do hereby de- clare that I have changed my name from AKBAR SK to AKBOR SK and henceforth I shall be known as AKBOR SK (new name) in all pur- pose vide an affidavit sworn be- fore the Notary public at Murshidabad dated 23/06/2026. AKBAR SK (old name) and AKBOR SK (new name) both are same and one iden- tical person.

NAME CHANGE
I, Aktar Hosen (Old Name) S/O- Sahazudpur SK resident of Po- Sahajadpur, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742187 do hereby declared that I have changed my name from Aktar Hosen to Aaktar SK and henceforth I shall be known as Aaktar SK (new name) in all purpose, vide an affi- davit sworn before the Notary Pub- lic Domkal court dated on 23/06/2026 . My name Aaktar SK and Aktar Hosen both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Ader Sekh (Old Name) S/O- Roshana Sekh resident of Naya- gram, Baishnab Nagar, Nayagram, Ps-Mothabari, Dist-Malda , West Bengal, Pin-732201 do hereby de- clared that I have changed my name from Ader Sekh to Md Ader SK and henceforth I shall be known as Md Ader SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn be- fore the Notary Public Domkal court dated on 23/06/2026 . My name Md Ader SK and Ader Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Dilip Basak (Old Name) S/O- Madan Mohan Basak resident of Debpur , Ps-Taherpur, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741254 do hereby declared that I have changed my name from Dilip Basak to Dilip Kumar Basak and henceforth I shall be known as Dilip Kumar Basak (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Ranaghat court dated on 22/05/2026 . My name Dilip Kumar Basak & Dilip Basak both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Kulsana Khatun, wife of Lutful Sk, residing at Vill & PO- Sahajadpur, PS- Berhampore, Dist Murshid- abad, Pin -742187. That Adil Sk is my son and his birth certificate Regd no-B/2023/661358, dated 14/06/2023, date of birth 07/06/2023. That my son name Arji Sk as recorded in said birth certi- ficat in place of his actual name Adil Sk. My son's name Adil Sk and Arji Sk both are same and one identical person.

^[1] গোরখপুর, ২৩শে জুনঃ ২২শে জুন, ২০২৬ তারিখে, গোরখপুরের ‘চৈতন্য’ জেনারেল ম্যানেজারের কনফারেন্স হলে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী উদয় বরগুনাকর, নিরাপত্তা ক্ষেত্রে অসামান্য কর্মক্ষমতার জন্য তিনজন কর্মচারীকে মাসের সেরা পারফর্মার হিসেবে ঘোষণা করে এবং

^[2] গোরখপুর, ২৩শে জুনঃ ২২শে জুন, ২০২৬ তারিখে, গোরখপুরের ‘চৈতন্য’ জেনারেল ম্যানেজারের কনফারেন্স হলে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা

হাতি মতুর ঘটনায় রাজস্থান থেকে গ্রেফতার হোমস্টের মালিক ও সহযোগী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৩ জুন : গড় শালবনী এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একটি পূর্ণবয়স্ক নার্তাল হাতির মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে বড় সাফল্য পেল পুলিশ। দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর, বেসরকারি হোমস্টে ‘কৌশলা হেরিটেজ’-এর মালিক মহেশ মেহেরা এবং তাঁর সহযোগী সমীর মাহাতকে রাজস্থানের জয়পুর থেকে গ্রেফতার করেছে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। গত ১৯ মে গড় শালবনীর একটি ফল্গের বাগান থেকে নার্তাল হাতিরির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। বন দপ্তরের ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা যায়, বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এসেই প্রাণ হারিয়েছিল হাতিটি। তদন্তে উঠে আসে যে, ফলের বাগান রক্ষার উদ্দেশ্যে সেখানে বেআইনিভাবে বিদ্যুতায়িত তার পাতা হয়েছিল। ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এবং বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন ওঠে। ইতিমধ্যেই এই মামলায় হোমস্টের এক কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তবে মূল অভিযুক্ত মহেশ মেহেরা ও সমীর মাহাত ঘটনার পর থেকেই গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তদন্তের সূচনা ধরে তাদের অবস্থান রাজস্থানের জয়পুরে চিহ্নিত করা হয়। এরপর বিশেষ অভিযান চালিয়ে দু’জনকে আটক করে ঝাড়গ্রামে নিয়ে আসা হয়। মঙ্গলবার তাদের ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে তদন্তের স্বার্থে পুলিশ ফোজাতের আবেদন জানানো হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে।

নাবালিকাকে শ্রীলতাহানির অভিযোগে গৃহশিক্ষক প্রেণ্ডার চাঞ্চল্য মেমারিতে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৩ জুন : পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে ১৪ বছরের এক নাবালিকা ছাত্রীকে শ্রীলতাহানির অভিযোগে এক গৃহশিক্ষককে প্রেণ্ডার করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চলের সৃষ্টি



পুলিশ অভিযুক্তকে প্রেণ্ডার করে। অভিযোগ, পালিশের সমগ্র এই নাবালিকার সঙ্গে অশালীন আচরণ ও শ্রীলতাহানি করেন তিনি। ধৃতের নাম নবেশ্ ধারা (প্রায় ৩০।) মঙ্গলবার তার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করে বর্ধমান আদালতে তোলা হয়। পাশাপাশি নির্ঘাতিতা নাবালিকার মেডিক্যাল পরীক্ষা এবং বিএনএসএস-এর ১৮৩ ধারা অনুযায়ী গোপন জবাবাবদি গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে তদন্তে উঠে এসেছে আরও একটি তথ্য। সূত্রের খবর, ২০২২ সালের পৌরসভা নির্বাচনে মেমারি পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির মনোনীত প্রার্থী ছিলেন নবেশ্ ধারা। ঘটনার পর স্কোডে কূঁসছে নির্ঘাতিতার পরিবার। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মেমারি থানার পুলিশ।

রাজ্যে পুনরায় স্মার্ট মিটার চালু করার প্রতিবাদে এ্যাবেকার ডাকে জয়নগর বিদ্যুৎ অফিসে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ২৩ জুন : রাজ্যে পালাবদলের পরেই পুনরায় রাজ্যে স্মার্ট মিটার চালু ও সুকৌশলে বিদ্যুতের মানশুল বৃদ্ধির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সারা রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদে নেমেছে এ্যাবেকার। আর তারই অঙ্গ হিসাবে মঙ্গলবার এ্যাবেকার জয়নগর মজিলপুর ইউনিটের অ্যাবেকার জয়নগর থানার মোড় থেকে একটি মিছিল জয়নগর মজিলপুর হাটপাড়ায় অবস্থিত জয়নগর ইলেকট্রিক অফিস পর্যন্ত একটি প্রতিবাদ মিছিল হয়। এবং সেখানে স্টেশন মানেজারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। এই ব্যাপারে এ্যাবেকার জয়নগর মজিলপুর ইউনিটের সদস্য সোমনাথ পাল বলেন, আমরা এদিন আমাদের দাবী পত্র বিদ্যুৎ দফতরের জয়নগর স্টেশন ম্যানেজারের কাছে জমা করেছি। উনি আমাদের আবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেবেন বলে জানিয়েছেন।

পলাশীর প্রান্তরে পালিত হলো ঐতিহাসিক পলাশী দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৩ জুন : পলাশীর প্রান্তরে পালিত হলো পলাশী দিবস। এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার নদীয়া জেলার ঐতিহাসিক স্থান, গঙ্গা নদীর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত পলাশী স্মৃতি স্মারকে (ম্যুসেট চত্বরে) একটি স্মরণশৃটানের আয়োজন করেছিল ধুবুগিয়া কণাশিল্প আবুতি চর্চাকেন্দ্র। উল্লেখ্য, ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন সংঘটিত হয়েছিল ঐতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধ। এদিন স্মৃতিবিজড়িত ওই স্থানে ইতিহাসচর্চা ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন পীতম ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ‘-২৩ জুনের ইতিহাস এক পরাধীনতার ইতিহাস, ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস।’ তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে বাংলা দেশে স্বাধীন নাবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয় ও নোনাপতি শীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার প্রসঙ্গটি। তিনি স্মরণ করে দিয়ে, কাজী নজরুল ইসলামের ‘কাণ্ডারী হুঁশিয়ার’ কবিতাটি আবৃত্তি করে তারাজিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। ইতিহাসের বার্তা ও শিক্ষা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

নয়ানজুলিতে যাত্রিবাহী বাস উল্টে মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ২৩ জুন : সাত সাকালেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আরামবাগে, নয়ানজুলিতে উল্টে গেে যাত্রিবাহী বাস। বাস দুর্ঘটনার খবর পেয়েই আরামবাগ লোকসভার অন্তর্গত বিধায়কদের জখমদের দেখতে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মৃতদের পরিবারের জন্য ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তার ঘোষণা। স্থানীয় সূত্রে খবর, বর্ধমান থেকে পঞ্চাননপুর হয়ে তারেকেশ্বর যাচ্ছিল যাত্রীবাহী বাসটি। হঠাৎ একটি বিকট শব্দ হার তারপরেই নয়ানজুলিতে উল্টে যায় বাসটি । আগুাজ পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। ক্রত দুর্ঘটিনায় পড়া বাস থেকে লাগানো উদ্ধার করতে হাত লাগান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গেছে, মৃত ২ যাত্রীর নাম লক্ষ্মী মূর্মু (৬৫) ও শর্মিলা সরেন (৩৫)। তারা পূর্ব বর্ধমানের রায়নার থানার আদিবাসী পাড়ার বাসিন্দা।

শেওড়াস্থলিতে গঙ্গামান করতে যাচ্ছিলেন তাঁরা। ধাড়াণ বাসস্ট্যান্ড থেকে তারেকশ্বরগাি ওই বাসে উঠেছিল। তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। রাস্তা খারাপের জন্যই এই দুর্ঘটনা বলে অভিযোগ স্থানীয়রাি। বাসের এক যাত্রী বলেন, ‘বাসে করে গঙ্গামান করতে যাচ্ছিলাম। সেই সময়ে বাসটা হঠাৎ করেই নিচে পড়ে যায়।

আসানসোল ডিভিশনের জয়যাত্রা : সিউড়ি গুডস শেড থেকে নতুন মালবাহী ট্রাফিক সংগ্রহ

কলকাতা, ২৩ জুন : আঞ্চলিক বাণিজ্য এবং রেল ট্রাফিকের ক্ষেত্রে একটি বড় অগ্রগতি ঘটিয়ে, পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশন সিউড়ি রেলওয়ে গুডস শেড থেকে সম্পূর্ণ নতুন মালবাহী (ফ্রেট) ট্রাফিক সংগ্রহ করতে সফল হয়েছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিপ দেওস্করের গতিশীল নেতৃত্বে নতুন ব্যবসা, নতুন সংযোগ এবং নতুন সম্ভাবনা-র ওপর জোর দিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক উন্নয়নমূলক উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হয়েছে। ডিভিশনটি সফলভাবে ভোজ্য তেল এবং সিদ্ধ চালের মতো প্রয়োজনীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পরিবহন শুরু করেছে, যা রেলের মালবাহী পরিবহনকে শক্তিশালী করতে, প্রবৃদ্ধিকে ব্রুায়িত করতে এবং এই অঞ্চলের সররাহা শৃঙ্খলে (সোর্সিং চেইন) অনন্য মান যোগ করার ক্ষেত্রে একটি বড় মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আসানসোলের ডিভিশনাল

রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) সংগ্রহ মৌর্ষ ঘোষণা করেছেন যে, সিউড়ি থেকে মোট ২১টি বিসিএন (BCN) ওয়গান সফলভাবে লোড করে আজারা-র উদ্দেশ্যে রওনা করে দেওয়া হয়েছে। এই নির্দিষ্ট চালানের মধ্যে ১১ টি ওয়গান ভোজ্য তেল এবং ১০টি ওয়গান সিদ্ধ চালে ভর্তি ছিল, যার মাধ্যমে ১৯.৬৭ লক্ষ টাকার বিপুল মালবাহী রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। শ্রী মৌর্ষ জোর দিয়ে বলেন যে, এই সাফল্যটি মালবাহী পরিবহনের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি, গ্রাহকদের সাথে আরও দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলা, পরিচালনার

ময়নাগুড়ি বাস দুর্ঘটিনায় তদন্ত নিয়ে সংশয়, ছয় যাত্রীর মৃত্যুতে কলগড়ায় এনবিএসটিসি-র যাত্রী সুরক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৩ জুন : ময়নাগুড়ির কাছে এক ভয়াবহ বাস দুর্ঘটিনায় এক শিশুসহ ছয়জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনার পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিহতদের পরিবারগুলির জন্য আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করলেও, এই দুর্ঘটনা পরিবহন ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। বিশেষ করে যখন রাজ্যে এক নতুন উন্নয়নের রোডম্যাপ পেশ করার প্রস্তুতি চলছে, ঠিক তখনই সরকারি বাসে এই বিপর্য ঘটনা প্রাশানকে অবশ্মন্তিতে ফেলেছে। মৃত ও আহত সমস্ত যাত্রী উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের (এনবিএসটিসি) বাসে সওয়ার ছিলেন। সাধারণ নিয়ম দিয়ে সাময়িকভাবে জনবিক্ষোভ শান্ত করার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু এই ঘটনার দশক দূর গড়িয়েছে। দুর্ঘটনার ঠিক পরপরই ঘটনাস্থলে উপস্থিত এনবিএসটিসি কর্মকর্তারা বাসের চালককে যেভাবে ‘ক্লিন চিট’ বা নির্দেশ বলে দিয়েছেন, তা নিয়ে তীব্র সংশেধ দাবী বেঁধেছে। কারণ, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত যাত্রীদের সিংহভাগই চালকের চরম গাফিলতিকে দায়ী করছেন। প্রত্যক্ষদর্শী যাত্রীদের একাংশের দাবি, চালক সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন না। আবার অনেকের মতে,

পর্যাপ্ত মধু সংগ্রহ করেছে মৌউলেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন, ২৩ জুন : এ বছর সুন্দরবনে মিছেছে পর্যাপ্ত পরিমানে মধু। ফলে খুশি জোয়ার মিলেছেন মনে। এবছর ১৫ মেট্রেট মধু সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিল সুন্দরবন ব্যাড প্রকল্প। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে। ইতিমধ্যে মউলদের সংগ্রহ মধু কি মিলে নিয়েছে-এমন একটি সুস্কৃতি সম্পদ আইওয়ারসি-এর পণ্ডনা আদ্যারের লক্ষ্যে ‘‘ এমন আছে যেখানে আছে’’, ‘‘ এমন আছে তেমনই’’, ‘‘ যা কিছু আছে তাই’’ এবং কোনো মাঘরার বা দরি হাড়া ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। এই বিক্রয় গ্রন্থিখাটি নিম্নসরকারী কর্তৃক একটি ই-নিলাম প্রাক্ষরিকের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে এ সংক্রায় বিজ্ঞিত তথ্য। www.iarc.co.in ওয়েবসাইটে পাতা যাবে।

ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোটিরিকনস্ট্রাকশন কোং. প্রাইভেট লিমিটেড
ৱেবসাইট অফিস: প্লট নং ১৪৯, ২৪ তল, ওখলা ইউটিলিটিয়ারিওট কোং-১১ নং দিহি-১০০০৩;
কলকাতা অফিস: ৪-৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯, ৫১০, ৫১১, ৫১২, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫২০, ৫২১, ৫২২, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০, ৫৫১, ৫৫২, ৫৫৩, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬০, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৬৫, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৭৫, ৫৭৬, ৫৭৭, ৫৭৮, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮১, ৫৮২, ৫৮৩, ৫৮৪, ৫৮৫, ৫৮৬, ৫৮৭, ৫৮৮, ৫৮৯, ৫৯০, ৫৯১, ৫৯২, ৫৯৩, ৫৯৪, ৫৯৫, ৫৯৬, ৫৯৭, ৫৯৮, ৫৯৯, ৬০০, ৬০১, ৬০২, ৬০৩, ৬০৪, ৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ৬০৮, ৬০৯, ৬১০, ৬১১, ৬১২, ৬১৩, ৬১৪, ৬১৫, ৬১৬, ৬১৭, ৬১৮, ৬১৯, ৬২০, ৬২১, ৬২২, ৬২৩, ৬২৪, ৬২৫, ৬২৬, ৬২৭, ৬২৮, ৬২৯, ৬৩০, ৬৩১, ৬৩২, ৬৩৩, ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৪৭, ৬৪৮, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৫১, ৬৫২, ৬৫৩, ৬৫৪, ৬৫৫, ৬৫৬, ৬৫৭, ৬৫৮, ৬৫৯, ৬৬০, ৬৬১, ৬৬২, ৬৬৩, ৬৬৪, ৬৬৫, ৬৬৬, ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭০, ৬৭১, ৬৭২, ৬৭৩, ৬৭৪, ৬৭৫, ৬৭৬, ৬৭৭, ৬৭৮, ৬৭৯, ৬৮০, ৬৮১, ৬৮২, ৬৮৩, ৬৮৪, ৬৮৫, ৬৮৬, ৬৮৭, ৬৮৮, ৬৮৯, ৬৯০, ৬৯১, ৬৯২, ৬৯৩, ৬৯৪, ৬৯৫, ৬৯৬, ৬৯৭, ৬৯৮, ৬৯৯, ৭০০, ৭০১, ৭০২, ৭০৩, ৭০৪, ৭০৫, ৭০৬, ৭০৭, ৭০৮, ৭০৯, ৭১০, ৭১১, ৭১২, ৭১৩, ৭১৪, ৭১৫, ৭১৬, ৭১৭, ৭১৮, ৭১৯, ৭২০, ৭২১, ৭২২, ৭২৩, ৭২৪, ৭২৫, ৭২৬, ৭২৭, ৭২৮, ৭২৯, ৭৩০, ৭৩১, ৭৩২, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯, ৭৪০, ৭৪১, ৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫, ৭৪৬, ৭৪৭, ৭৪৮, ৭৪৯, ৭৫০, ৭৫১, ৭৫২, ৭৫৩, ৭৫৪, ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৫৭, ৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০, ৭৬১, ৭৬২, ৭৬৩, ৭৬৪, ৭৬৫, ৭৬৬, ৭৬৭, ৭৬৮, ৭৬৯, ৭৭০, ৭৭১, ৭৭২, ৭৭৩, ৭৭৪, ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৭, ৭৭৮, ৭৭৯, ৭৮০, ৭৮১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৫, ৭৮৬, ৭৮৭, ৭৮৮, ৭৮৯, ৭৯০, ৭৯১, ৭৯২, ৭৯৩, ৭৯৪, ৭৯৫, ৭৯৬, ৭৯৭, ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০০, ৮০১, ৮০২, ৮০৩, ৮০৪, ৮০৫, ৮০৬, ৮০৭, ৮০৮, ৮০৯, ৮১০, ৮১১, ৮১২, ৮১৩, ৮১৪, ৮১৫, ৮১৬, ৮১৭, ৮১৮, ৮১৯, ৮২০, ৮২১, ৮২২, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৫, ৮২৬, ৮২৭, ৮২৮, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩১, ৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৪, ৮৩৫, ৮৩৬, ৮৩৭, ৮৩৮, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৪১, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪, ৮৪৫, ৮৪৬, ৮৪৭, ৮৪৮, ৮৪৯, ৮৫০, ৮৫১, ৮৫২, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৯, ৮৬০, ৮৬১, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৬, ৮৬৭, ৮৬৮, ৮৬৯, ৮৭০, ৮৭১, ৮৭২, ৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৭৬, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮১, ৮৮২, ৮৮৩, ৮৮৪, ৮৮৫, ৮৮৬, ৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১, ৮৯২, ৮৯৩, ৮৯৪, ৮৯৫, ৮৯৬, ৮৯৭, ৮৯৮, ৮৯৯, ৯০০, ৯০১, ৯০২, ৯০৩, ৯০৪, ৯০৫, ৯০৬, ৯০৭, ৯০৮, ৯০৯, ৯১০, ৯১১, ৯১২, ৯১৩, ৯১৪, ৯১৫, ৯১৬, ৯১৭, ৯১৮, ৯১৯, ৯২০, ৯২১, ৯২২, ৯২৩, ৯২৪, ৯২৫, ৯২৬, ৯২৭, ৯২৮, ৯২৯, ৯৩০, ৯৩১, ৯৩২, ৯৩৩, ৯৩৪, ৯৩৫, ৯৩৬, ৯৩৭, ৯৩৮, ৯৩৯, ৯৪০, ৯৪১, ৯৪২, ৯৪৩, ৯৪৪, ৯৪৫, ৯৪৬, ৯৪৭, ৯৪৮, ৯৪৯, ৯৫০, ৯৫১, ৯৫২, ৯৫৩, ৯৫৪, ৯৫৫, ৯৫৬, ৯৫৭, ৯৫৮, ৯৫৯, ৯৬০, ৯৬১, ৯৬২, ৯৬৩, ৯৬৪, ৯৬৫, ৯৬৬, ৯৬৭, ৯৬৮, ৯৬৯, ৯৭০, ৯৭১, ৯৭২, ৯৭৩, ৯৭৪, ৯৭৫, ৯৭৬, ৯৭৭, ৯৭৮, ৯৭৯, ৯৮০, ৯৮১, ৯৮২, ৯৮৩, ৯৮৪, ৯৮৫, ৯৮৬, ৯৮৭, ৯৮৮, ৯৮৯, ৯৯০, ৯৯১, ৯৯২, ৯৯৩, ৯৯৪, ৯৯৫, ৯৯৬, ৯৯৭, ৯৯৮, ৯৯৯, ১০০০, ১০০১, ১০০২, ১০০৩, ১০০৪, ১০০৫, ১০০৬, ১০০৭, ১০০৮, ১০০৯, ১০১০, ১০১১, ১০১২, ১০১৩, ১০১৪, ১০১৫, ১০১৬, ১০১৭, ১০১৮, ১০১৯, ১০২০, ১০২১, ১০২২, ১০২৩, ১০২৪, ১০২৫, ১০২৬, ১০২৭, ১০২৮, ১০২৯, ১০৩০, ১০৩১, ১০৩২, ১০৩৩, ১০৩৪, ১০৩৫, ১০৩৬, ১০৩৭, ১০৩৮, ১০৩৯, ১০৪০, ১০৪১, ১০৪২, ১০৪৩, ১০৪৪, ১০৪৫, ১০৪৬, ১০৪৭, ১০৪৮, ১০৪৯, ১০৫০, ১০৫১, ১০৫২, ১০৫৩, ১০৫৪, ১০৫৫, ১০৫৬, ১০৫৭, ১০৫৮, ১০৫৯, ১০৬০, ১০৬১, ১০৬২, ১০৬৩, ১০৬৪, ১০৬৫, ১০৬৬, ১০৬৭, ১০৬৮, ১০৬৯, ১০৭০, ১০৭১, ১০৭২, ১০৭৩, ১০৭৪, ১০৭৫, ১০৭৬, ১০৭৭, ১০৭৮, ১০৭৯, ১০৮০, ১০৮১, ১০৮২, ১০৮৩, ১০৮৪, ১০৮৫, ১০৮৬, ১০৮৭, ১০৮৮, ১০৮৯, ১০৯০, ১০৯১, ১০৯২, ১০৯৩, ১০৯৪, ১০৯৫, ১০৯৬, ১০৯৭, ১০৯৮, ১০৯৯, ১১০০, ১১০১, ১১০২, ১১০৩, ১১০৪, ১১০৫, ১১০৬, ১১০৭, ১১০৮, ১১০৯, ১১১০, ১১১১, ১১১২, ১১১৩, ১১১৪, ১১১৫, ১১১৬, ১১১৭, ১১১৮, ১১১৯, ১১২০, ১১২১, ১১২২, ১১২৩, ১১২৪, ১১২৫, ১১২৬, ১১২৭, ১১২৮, ১১২৯, ১১৩০, ১১৩১, ১১৩২, ১১৩৩, ১১৩৪, ১১৩৫, ১১৩৬, ১১৩৭, ১১৩৮, ১১৩৯, ১১৪০, ১১৪১, ১১৪২, ১১৪৩, ১১৪৪, ১১৪৫, ১১৪৬, ১১৪৭, ১১৪৮, ১১৪৯, ১১৫০, ১১৫১, ১১৫২, ১১৫৩, ১১৫৪, ১১৫৫, ১১৫৬, ১১৫৭, ১১৫৮, ১১৫৯, ১১৬০, ১১৬১, ১১৬২, ১১৬৩, ১১৬৪, ১১৬৫, ১১৬৬, ১১৬৭, ১১৬৮, ১১৬৯, ১১৭০, ১১৭১, ১১৭২, ১১৭৩, ১১৭৪, ১১৭৫, ১১৭৬, ১১৭৭, ১১৭৮, ১১৭৯, ১১৮০, ১১৮১, ১১৮২, ১১৮৩, ১১৮৪, ১১৮৫, ১১৮৬, ১১৮৭, ১১৮৮, ১১৮৯, ১১৯০, ১১৯১, ১১৯২, ১১৯৩, ১১৯৪, ১১৯৫, ১১৯৬, ১১৯৭, ১১৯৮, ১১৯৯, ১২০০, ১২০১, ১



‘৪ ঘণ্টার ম্যাচে’ এমবাপের ২ গোল, নকআউটে ফ্রান্স

সংবাদ সংস্থা, ফিলাডেলফিয়া, ২৩ জুনঃ ফিলাডেলফিয়ায় ‘আই’ গ্রুপের ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিতেছে দুইবারের বিশ্বকাপ জয়ীরা। তাদের অন্য গোলদাতা উসমান দেশ্লে। ভারতীয় সময় সোমবার রাত তিনটায় শুরু ম্যাচটি শেষ হয় মঙ্গলবার সকাল সাতটার কাছাকাছি সময়ে। এবারের বিশ্বকাপে এই প্রথম কোনো ম্যাচে বিরূপ আবহাওয়ার প্রভাব পড়ল।



চোখধাধানো এক গোলে দলকে এগিয়ে নেওয়া এমবাপের বিরতির পর করেন দ্বিতীয় গোলা। আসরে দুই ম্যাচে তার গোল হলো চারটি। বিশ্বকাপে সব মিলিয়ে ১৬ ম্যাচে এমবাপের গোল এখন ১৬টি। এবারের আসর শুরুর আগে সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন যিনি, সেই মিরোয়ান্ন ভ্রোসার পাশে বসলেন তিনি। সোমবার ক্লাসিকে ছাড়িয়ে এককভাবে চূড়ায় ওঠেন লিওনেল মেসি (১৮)। প্রথমার্ধে ফ্রান্সের খেলায় দাপট ছিল না খুব একটা। গোলের জন্য সাতটি শট নিয়ে কেবল একটি লক্ষ্যে রাখতে পারে তারা। দ্বিতীয়ার্ধে আরও ১২টি শট নিয়ে তারা চারটি লক্ষ্যে রাখতে পারে। পুরো ম্যাচে ইরাকের চার শটই ছিল লক্ষ্যভ্রষ্ট। বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম এশিয়ান দল হিসেবে নিজদের প্রথম পাঁচ ম্যাচের সবকটি হারের ততোতা স্বাদ পেল ইরাক। দুই ম্যাচে শতভাগ সাফল্যে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে ফ্রান্স। সমান ম্যাচে শূন্য পয়েন্ট নিয়ে চারে ইরাক। শুরু থেকে ইরাককে চাপ দিতে থাকে ফ্রান্স। চতুর্দশ মিনিটে দশমীয়া এক গোলে দলকে এগিয়ে নেন প্রথম ম্যাচেও জোড়া গোল করা এমবাপে। তার পাস প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডার আটকে দেওয়ার পর তাকেই খুঁজে নেন মাইকেল ওলিসে। বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের বুকেট গতির নিখুঁত শটে দূরের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড। প্রথমার্ধে আর উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেনি গতবারের

রানার্সআপরা। ম্যাচের আগে থেকেই ভারী বৃষ্টি ও বজ্রপাতের পূর্বাভাস ছিল। প্রথমার্ধে খেলার মানেই নামে তুমুল বৃষ্টি। এই বিশ্বকাপে নিয়ম অনুযায়ী, স্টেডিয়ামের আট মাইলের মধ্যে বজ্রপাত শনাক্ত হলে, খেলা ৩০ মিনিটের জন্য স্থগিত থাকবে এবং দর্শকদের নিরাপদ স্থানে যেতে বলা হবে। সেটিই কার্যকর করা হয় প্রথমার্ধের বিরতিতে। স্টেডিয়ামের বড় পর্দায় দর্শকদের গ্যালারি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়। গ্যালারিও প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়। বৃষ্টি কমলে আবার ফিরতে শুরু করে দর্শক। কিন্তু পরিস্থিতি অনুকূল না হওয়ায় খেলা শুরু করা যাচ্ছিল না। অবশেষে ভারতীয় সময় মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ঠেটায় শুরু হয় দ্বিতীয়ার্ধের খেলা। প্রতিপক্ষের উপহার পেয়ে ৫৪তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ান এমবাপে। বক্সে ইরাকের ডিফেন্ডার আহমেদ কাসেম পাস দেন সেনারক্ষকের উদ্দেশ্যে, বল একটি বেশি জোরে চলে যাওয়ায়

নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেননি আহমেদ বাসিলা। উসমান দেশ্লে নিঃস্বার্থভাবে বল বাড়িয়ে দেন এমবাপের দিকে, সহজেই জালে পাঠান ফ্রান্সের রেকর্ড স্কোরার। সেনেগালের বিপক্ষে জোড়া গোল করে প্রাক্তন স্ট্রাইকার আলিভিয়ে জিরুকে ছাড়িয়ে ফ্রান্সের সফলতম গোলস্কোরার হন এমবাপে। জাতীয় দলের হয়ে তার মোট গোল হলো ৬০টি। চার মিনিট পর দারুণ একটি গোল পেতে পারতেন মাইকেল ওলিসে। তার শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। ৬৬তম মিনিটে পরের গোলে অবদান রাখেন ওলিসে। তার পাস বক্সে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে জালে পাঠান দেশ্লে। ক্যারিয়ারের তৃতীয় বিশ্বকাপে এসে প্রথম গোলের দেখা পেলেন পিএসজি ফরোয়ার্ড। বাকি সময়ে ব্যবধান আরও বাড়ানোর সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেননি কেউ।

পিছিয়ে পড়েও জর্ডনকে হারাল আলজেরিয়া

সংবাদ সংস্থা, সান ফ্রান্সিসকো, ২৩ জুনঃ সান ফ্রান্সিসকোয় মঙ্গলবার ‘জে’ গ্রুপের ম্যাচে ২-১ গোলে জিতেছে আলজেরিয়া। নিজার আল-রাশাদানের গোলে এগিয়ে যায় জর্ডান। দ্বিতীয়ার্ধে ১৩ মিনিটের মধ্যে নাদির বেনবুয়ালি ও অমিন গুয়েরির গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আলজেরিয়া। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে হার দিয়ে আসর শুরু করা আলজেরিয়া আক্রমণাত্মক ফুটবলে চেপে ধরে জর্ডানকে। অভিষেকে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে দারুণ লড়াইয়ের পরও

হেরে যাওয়া জর্ডান জের দেয় রক্ষণ জমাট রাখায়। আলজেরিয়ার রক্ষণের ভুলে ৬৬তম মিনিটে সুযোগ পেয়ে যায় জর্ডান। সেটিই কাজে লাগিয়ে দলকে এগিয়ে নেন আল-রাশাদান। দ্বিতীয়ার্ধে আলজেরিয়ার আক্রমণের ধার আরও বাড়ে। তবে রক্ষণ জমাট করে তাদের হতাশা বাড়ায় জর্ডান। অবশেষে ৬৯তম মিনিটে সমতা ফেরায় আলজেরিয়া। রিয়াদ মাহরেজের কর্নারে হেডে জাল খুঁজে নেন বদলি খেলোয়াড় বেনবুয়ালি। ৮২তম মিনিটে আলগা বল পেয়ে জাল খুঁজে নেন গুয়েরি। জয়ের

হাসিতে মাঠ ছাড়ে আলজেরিয়া। পরপর দুটি ম্যাচে দারুণ লড়াই করলেও আগেভাগেই বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়ে যায় জর্ডান। দুই ম্যাচের দুটি জিতে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে আছে আর্জেন্টিনা। ৩ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে অস্ট্রিয়া। সমান পয়েন্ট নিয়ে তিনে আলজেরিয়া। আগামী রবিবার ভারতীয় সময় সকাল আটটায় শেষ গ্রুপ ম্যাচে জর্ডানের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। একই সময়ে আলজেরিয়া লড়বে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে।

মেসির রেকর্ড গোলে নকআউটে আর্জেন্টিনা

সংবাদ সংস্থা, ডালাস, ২৩ জুনঃ ডালাসে সোমবার ‘জে’ গ্রুপের ম্যাচে ২-০ গোলে জিতেছে লিওনেল স্ক্যালোনির দল। প্রথম গোলে বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলের নতুন রেকর্ড গড়েন মেসি। পরে দ্বিতীয় গোলও করেন তিনি। চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে ম্যাচের আগে

পোল্যান্ডের বিপক্ষে। ১৯তম মিনিটে আবার হতাশ করেন মেসি। মার্তিনেসের পাস ডি-বক্সে পেয়ে শট নিতে এক মুহূর্ত দেরি হয়ে যায় তার, কিছুটা যেন ভারসাম্য হারিয়ে

কর্নার পেলেও, উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেনি তারা। গোলরক্ষকের একটি ভুলে ৩১তম মিনিটে আবার ডি-বক্সে বিপজ্জনক জায়গায় বল পান মেসি। কিন্তু গোলরক্ষক বরাবর



লাইয়ের প্রতিশ্রুতি দিলেও, বাস্তবে তেমন চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি অস্ট্রিয়া। এমনকি পিছিয়ে পড়ার পরও, মরিয়া হয়ে আক্রমণ শাণাতে দেখা গেল না তাদের। বরং দ্বিতীয় গোলাটি তারা হজম করে রক্ষণে গড়বড় করে। পজেশন রাখায় দুই দল কাছাকাছি অবস্থানে থাকলেও, আক্রমণে আধিপত্য করে আর্জেন্টিনাই। গোলের জন্য তাদের ১২ শটের পাঁচটি লক্ষ্যে ছিল, অস্ট্রিয়ার ছয় শটের একটি লক্ষ্যে থাকে। দুই ম্যাচে শতভাগ সাফল্যে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে আর্জেন্টিনা। সমান ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অস্ট্রিয়া। জর্ডান ও আলজেরিয়া একটি করে ম্যাচ খেলে এখনও পয়েন্টের খাতা খুলতে পারেনি। রেকর্ডের হাতছানিতে মাঠে নেমে শুরুতেই সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যান মেসি। দারুণ এক আক্রমণে একা ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন লাউতারো মার্তিনেজ এবং দুই পাশ থেকে দুই ডিফেন্ডার তাকে কড়া ট্যাকলে ফেলে নেন। পরে ভিএআর মনিটরে দেখে পেনাল্টি দেন রেফারি। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে বাইরে শট নেন আগের ম্যাচে হ্যাটট্রিক করা মেসি। যেদিকে তিনি দুর্বল শট নেন, সেদিকে বাঁপিয়েছিলেন গোলরক্ষকও। বিশ্বকাপে তখন পর্যন্ত মিরোয়ান্ন ভ্রোসার সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ ১৬ গোলের মালিক মেসি। প্রতিযোগিতাটিতে এই নিয়ে মোট সাতবার স্পট কিং নিয়ে তিনবার বার্থ হলেন তিনি, অন্যথায় গোলের সংখ্যাটা আরও বড় হতো। এর আগে সবশেষ তিনি পেনাল্টিতে লক্ষ্যভেদ করতে ব্যর্থ হন কাতার বিশ্বকাপে গ্রুপ পরে তৃতীয় ম্যাচে,

বলে একটা বাড়তি টোকাও দিয়ে বসেন তিনি, তাতেই মিস হয়ে যায় নিশ্চিত সুযোগটা। মেসির ওই দুই এক ইতিহাস। বাঁ দিক থেকে ডি-বক্সের মুখে পাস বাড়ান ফ্যাকুন্দো মেদিনা, মাঝপথে দারুণভাবে ডামি করে বল ছেড়ে দেন থিয়াগো

দুর্বল শট নেন তিনি। অবশেষে ৬৮তম মিনিটে সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটান মেসি, লেখেন নতুন এক ইতিহাস। বাঁ দিক থেকে ডি-বক্সের মুখে পাস বাড়ান ফ্যাকুন্দো মেদিনা, মাঝপথে দারুণভাবে ডামি করে বল ছেড়ে দেন থিয়াগো

আবার হলান্ডের জোড়া গোল, দারুণ জয়ে নকআউটে নরওয়ে

ম্যাচ শেষে গ্যালারির দিকে মুখ করে বক্সের ভেতর বসে গেলেন নরওয়ে দলের কোচিং স্টাফসহ সবাই। সামনে গোলপোস্টের কাছে মার্টিন ওডেগোর। নরওয়ে অধিনায়কের সামনে রাখা একটি ড্রাম। সেই ড্রামে তিনি ঝংকার তুললেন। হন্দের তালে নৌকা চালানোর মতো করে অঙ্গভঙ্গি করলেন সামনে বসে থাকা দলের সবাই। ঐতিহ্যবাহী ‘ভাইকিং রো’ (বৈদ্যুতিক নৌকা বাইচ) উদযাপনে তারা স্মরণীয় করে রাখলেন মুহূর্তটি।

সংবাদ সংস্থা, নিউ ইয়র্ক, ২৩ জুনঃ দীর্ঘ ২৮ বছর পর বিশ্বকাপে এসে প্রথম দুই ম্যাচেই নিশ্চিত হয়ে গেল নকআউট পর্ব। উদযাপনটা এরকম বিশেষ কিছুই তো হওয়ার কথা! বিশ্বকাপের ‘আই’ গ্রুপের ম্যাচে সেনেগালকে ৩-২ গোলে হারিয়ে নকআউট পর্বে পৌঁছে গেল নরওয়ে। লিওনেল মেসি ও কিলিয়ান এমবাপের জোড়া গোলের দিনে তাদের পথ অনুসরণ করলেন সময়ের আরেক তারকা আর্লিং হলান্ডও। প্রথম বিশ্বকাপে এসে দুই ম্যাচে চার গোল হয়ে গেল তারা। সেনেগালের দুটি গোলই করেন ক্রিস্টাল প্যালেসের ফরোয়ার্ড ইসমাইলা সার। নরওয়ের সমর্থনে এই ম্যাচের গ্যালারি পরিভ্রমণে হয়েছিল লাল সমুদ্রে। নরওয়ের এই সমর্থকেরা বিশ্বকাপের শুরু থেকেই তাদের গণ ‘নৌকা বাইচের’ দিয়ে নিউ ইয়র্কবাসীদের বিনোদন দিয়ে আসছেন। ভিসা নিয়োগজার কারণে বেশিরভাগ সেনেগালিজ দর্শক যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারেননি। গ্যালারিতে তাদের সমর্থকের সংখ্যাও অনেক কম ছিল। বিকেলে প্রবল বৃষ্টি ও বজ্রঝড়ের কারণে ঘরে থাকার সতর্কতা জারি করা হয়েছিল এবং যাতায়াত কঠিন হয়ে পড়েছিল। প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করে আসা বেশিরভাগ সমর্থকই খোলা স্টেডিয়ামে পক্ষে পরেছিলেন, যদিও খেলা শুরু হওয়ার পর বৃষ্টির তীব্রতা কমে আসে। শুরু হয় ফুটবলের রোমাঞ্চ। বিশ্বকাপ শুরুর আগে এই দুই দলকে ‘ডার্ক হর্স’ বলেছিলেন অনেকেই। যেমনটি আশা ছিল এই লড়াই ঘিরে, তেমন উত্তেজনা ছিঁই ম্যাচজুড়ে। বিশ্বকাপে আফ্রিকার সেরা আশা হিসেবে ব্যাপকভাবে বিবেচিত সেনেগাল দারুণভাবে শুরু করে ম্যাচ। তবে নিউ জার্সি ভেজা সন্ধ্যায় তাদের রক্ষণভাগ শেষ পর্যন্ত নরওয়ের আক্রমণ,



বিরতির কাছাকাছি সময়ে সেনেগালের রক্ষণভাগ ভেঙে পড়ে। ৪৩তম মিনিটে নরওয়ের প্রথম গোলটি করেন মার্কাস পেদেরসেন, যিনি টোট পেয়ে মাঠ ছাড়া ইউরিয়ান রেয়ারসনের বদলি হিসেবে মাঠে নামেন। সেনেগালের অধিনায়ক কালিদু কুলিবালি বল ক্রিয়ার করতে ভুল করেন এবং বক্সের ঠিক সামনে থেকে বল তুলে দেন

পেদেরসেনের পায়ের। তিনি ভেতরে ঢুকে পড়েন এবং ছুটে আসা কুলিবালিকে এড়িয়ে গোল শট নেন। গোলরক্ষক এদুয়ার্দ মদি আটকাতে পারেননি সেই শট। এর আগে দুই মিনিটের মধ্যে সেনেগাল আক্রমণ করে থেকে রেয়ারসনের হেড আটকে দেন তিনি

দারুণ রিফ্রেঞ্জে, পরেরবার বক্সের ভেতর বুক দিয়ে বল নামিয়ে ওডেগোরের বাঁ পায়ের ঠেকিয়ে দেন তিনি পা দিয়ে। ওই গোলের পর দুই দফায় গোলের কাছাকাছি যান হলান্ড। একবার বক্সের ভেতর গোলকিপার মদিকে কাটিয়ে বাঁ পাশে দুরূহ কোণ থেকে নেওয়া তার শট ফিরে আসে পোস্টে লেগে। এরপর তার হেড কোনোরকমে গোললাইনে আটকান

মদি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আর হলান্ডকে আটকে রাখা যায়নি। নরওয়ে দ্বিতীয় গোলাটি পেয়ে যায়। বক্সের একটি বাইরে থেকে দুই ডিফেন্ডারের ভেতর দিয়ে চমৎকারভাবে বল বাড়িয়ে দেন ওডেগোর, বাঁ পায়ের জোড়াল শটে বল জড়িয়ে দেন হলান্ড। এর মিনিট পাঁচকে পর একটি গোল ফিরিয়ে দেয় সেনেগাল। রক্ষণভাগের অসংখ্য ভুল সত্ত্বেও, পাল্টা আক্রমণে সেনেগালকে মাঝে মাঝে বিপজ্জনক মনে হচ্ছিল। তেমনই এক আক্রমণ থেকে বক্সের ভেতর বল পেয়ে লেগে থাকা ডিফেন্ডারকে কোনোরকমে ছিটকে আগুয়ান গোলকিপারের ওপর দিয়ে বল জালে জড়ান সার। তবে এরপর পাঁচ মিনিট পর আবার ব্যবধান দুই গোলে নিয়ে যান হলান্ড। বদলি নামা লেও অস্ট্রিয়ার বক্সে ঢুকে দারুণভাবে একজনকে কাটিয়ে দুই ডিফেন্ডারের মাঝ দিয়ে আলতো করে বুদ্ধিদীপ্ত চিপ করেন মাঝখানে। সেখানে রক্ষণ বল ক্রিয়ার কর পারেনি টিকঠাক, কাছ থেকে বল জালে জড়িয়ে ম্যাচে উত্তেজনা ফেরান সার। তবে বাকি সময়টুকুতে আর বিপদে পড়েনি নরওয়ে। এই গ্রুপ থেকে সেনেগাল ও ইরাককে হারিয়ে নকআউট নিশ্চিত করেছেন ফ্রান্সও। এবারের আসরে প্রথম একটি গ্রুপ থেকে দুটি দল পরের পর্ব নিশ্চিত করে ফেলল। সেনেগালের আশা শেষ হয়ে যায়নি। সেরা তৃতীয় স্থানাধিকারী দলগুলোর একটি হিসেবে পরের পর্বে যেতে পারে তারা। নরওয়ে ও ফ্রান্সের লড়াইয়ে নির্ধারিত হয়ে গ্রুপের শীর্ষস্থান।

বিশ্বকাপে আত্মঘাতী গোল করে খুন হন যে ফুটবলার

রানা সেনগুপ্ত

বিশ্বকাপের ইতিহাসে এপর্যন্ত ৬১টি আত্মঘাতী গোল হয়েছে। সব চেয়ে বেশি ঘটেছিল রাশিয়া বিশ্বকাপে ১২টি। কিন্তু চলতি বিশ্বকাপে আত্মঘাতী গোলের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, তাতে এই রেকর্ড ভেঙেই যাবে বলে ধারণা বিশেষজ্ঞদের। প্যারাগুয়ের ডামিয়ান বোরোদিয়া, সুইজারল্যান্ডের মিরো মুইহেইম, মিশরের মহম্মদ হানি, ইরানের আহিমান হুসেইন..... আরও কত না ফুটবলার এমন আত্মঘাতী গোল করেছেন। কিন্তু তাদের কোনমতে অমন যৌর দুর্ভাগ্য যে হবে না আন্দ্রেস এসকোবারের মত একধা সহজেই বলে দেওয়া যায়। ১৯৯৪ বিশ্বকাপের আগে কলম্বিয়াকে ঘিরে ছিল বিশাল প্রত্যাশা। টানা ২৫ ম্যাচ অপরাজিত থাকা দলটি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিল বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে। এমনকি বাহাই পর্বে তারা ৫-০ গোলে হারায় শক্তিশালী আর্জেন্টিনাকে। কিন্তু বিশ্বকাপ জয়ের সেই স্বপ্ন খুঁজ জুত দূরস্তর্পে পরিণত হয়। প্রথম ম্যাচে রোমানিয়ার কাছে হারের পর চাপ বাড়তে থাকে কলম্বিয়া দলের ওপর। এই সময় মাদকচক্র ও সহিংসতার প্রভাব বিপর্যস্ত কলম্বিয়ায় ফুটল শুধু খেলা ছিল না, অনেকের কাছে ছিল অর্থ ও ক্ষমতারও উৎস। তাই এখানে পরাজয়কে মানতে নারাজ ছিল এক দল ক্ষমতাবান মানুষ। দলের খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে এমনকি প্রাণ-ঘাতী হুমকিও আসতে থাকে। এমন এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেই সেবার ২২ জুন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে মাঠে নামে কলম্বিয়া। সেই ম্যাচে ২৭ বছর বয়সী প্রতিভাবান স্ট্রাইকার ব্যাক আন্দ্রেস এসকোবার প্রতিপক্ষের একটি ক্রস ঠেকাতে গিয়ে ভুলবশত বল নিজের দিকে পাঠিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি ২-১ গোলে হারে কলম্বিয়া এবং বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেয়। বন্ধুরা তাকে কিছুদিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকার পরামর্শ দিলেও এসকোবার ফিরে যান নিজের শহর মেডেলিনে। মেডেলিনের এক নাইটক্লাবের বাইরে কয়েকজনের সঙ্গে আত্মঘাতী গোল নিয়ে তর্কাতর্কি শুরু হয় তাঁরা। তুমুল তর্কের পর পার্কিং এলাকায় গুলি করে হত্যা করা হয় এসকোবারকে। তাঁকে গুলে গুলে ১২ বার গুলি করে হত্যাকারী।